যুগান্তর

তারিখ ..... 2 SEP 2012 ...
পৃষ্ঠা ..... 2 ..... কলাম ..... 2 .....

পাঁচ শতাধিক বাংলাদেশীসহ এশিয়ার অধিকাংশ দেশের শিক্ষার্থীরা বিপাকে

গোলাম মোস্তফা ফারুক, লন্ডন থেকে

লন্ডন মেট্রোপলিটন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ছাত্র ভর্তির লাইসেন্স বাতিল করেছে ইউকে বর্ডার এজেন্সি। হোম অফিসের এক নির্দেশে এ বাতিল কার্যকর হয়। ফলে তিন হাজার বিদেশী ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। আগামী ২ মাসের মধ্যে তাদের ব্রিটেন ছাড়ার নির্দেশ প্রদান করেছে হোম অফিস। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় পাঁচশ বাংলাদেশী ছাত্র অধ্যয়নরত। হোম অফিসের নির্দেশে সব বিদেশী ছাত্র বিপাকে পড়েছেন।

পূর্ব লন্ডনের বাঙালি অধ্যুষিত এলাকা অল্ড গেইট, গোরডিচ, মুর গেইট, নর্থ লন্ডনের হলওয়ে এবং হাইবেরিতে লন্ডন মেট্রোপলিটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস রয়েছে। এসব ক্যাম্পাসে হাজার হাজার নন ইউরোপিয়ান বিদেশী ছাত্র উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নরত। ইউকে বর্ডার এজেন্সির হঠাৎ এ সিদ্ধান্তের ফলে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সীমাহীন সমস্যায় পড়েছে। আগামী দু'মাসের মধ্যে তাদের ব্রিটেন ছাড়ার নির্দেশ দেয়ায় সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করেছে। বৃহস্পতিবার এ নির্দেশ পাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের সম্মুখে ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে।

প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনের কাছে অবিলম্বে এ নির্দেশ বাতিলের দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। ইউকে বর্ডার এজেন্সির নীতিমালা লংঘন করায় লন্ডন মেট্রোপলিটন বিশ্ববিদ্যালয়কে বিদেশী ছাত্র ভর্তি এবং ভিসা সুপারিশ করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টির বিদেশী ছাত্র ভিসা লাইসেন্স বাতিলের আদেশ দেয় হোম অফিস। ইমিগ্রেশন মন্ত্রী বলেছেন, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্রের ব্রিটেনে থাকার কোন অধিকার নেই। ভিসা বাতিল হওয়া ছাত্রছাত্রীদের আগামী ৬০ দিনের মধ্যে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে নতুনভাবে ফি দিয়ে ভর্তি হতে হবে, না হয় তাদের স্বদেশে ফিরে যেতে হবে। অনেকে কোর্সের মধ্যখানে রয়েছেন। কারও আবার সমাপনী পরীক্ষা দেয়ার কথা ছিল। বিদেশী ছাত্র লাইসেন্স বাতিলের পর এ বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা আর অধ্যয়ন করতে পারবে না। এ বিশ্ববিদ্যালয়টির ওপর ইউকে বর্ডার এজেন্সি যে অভিযোগ এনেছে তার মধ্যে অন্যতম হল বিশ্ববিদ্যালয়টি ভুয়া ছাত্র ভর্তি করেছে, যারা ইউকে ইমিগ্রেশন আইনের সুযোগ নিয়ে লেখাপড়ার পরিবর্তে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি দেখিয়ে তারা নিয়মিত ক্লাস না করে অন্যত্র চাকরি করছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি এসব ছাত্রের ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। ইউকে বর্ডার এজেন্সির তদন্তের পর এ অভিযোগটি প্রমাণিত হওয়ায় এই বিপুলসংখ্যক ছাত্রের ব্যাপারে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সরকার বলেছে, ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সুনাম ধরে রাখতে এ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হচ্ছে। সরকারের এসব কঠোর পদক্ষেপের কারণে ব্রিটেনে আগের বছরের তুলনায় বিদেশী ছাত্র আগমনের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। নতুন পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত জুনের তুলনায় চলতি বছরের এ সময় পর্যন্ত ৭৭ হাজার কম ছাত্র ভিসা ইস্যু করা হয়েছে। একজন ছাত্র ইউকে পড়তে ১২ হাজার পাউন্ড বার্ষিক ব্যয় করে। ছাত্র ভিসা কমে যাওয়ার কারণে এ থেকে সরকারের আয়ও কমে গেছে। প্রতি বছর বিদেশী ছাত্র ভর্তি থেকে ব্রিটেন ৯ দশমিক ৪ বিলিয়ন পাউন্ড আয় করে। লন্ডন মেট্রোপলিটন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বিদেশী ছাত্রদের ভিসা বাতিল হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তারা আইনি লড়াইয়ে যাবেন বলে জানা যায়। আর এটি হলে প্রায় ১০ মিলিয়ন পাউন্ড ক্ষতিপূরণ দিতে হতে পারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। লন্ডন মেট্রোপলিটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা ও বাংলাদেশের ছাত্ররা বেশি। আন্তর্জাতিক ছাত্র স্পনসরশিপ বাতিল হওয়ায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ছাত্র ভর্তি হতে পারবেন না। একই সঙ্গে বর্তমানে যারা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত রয়েছেন তাদেরও নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হবে। না হয় ৬০ দিন পর ব্রিটেনে থাকার অধিকার হারাতে হবে। ডিগ্রি, মাস্টার্স ও পিএইচডি অধ্যয়নরত ছাত্ররা গড়ে বার্ষিক ফি বাবদ লন্ডন মেট্রোপলিটন বিশ্ববিদ্যালয়কে ১০ হাজার পাউন্ড দিয়েছে।

লন্ডন মেট্রোপলিটন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ছাত্র ভর্তি বাতিল

লাইসেন্স বাতিল হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে পড়েছে। কারও মাত্র এক সেমিস্টার বাকি রয়েছে। এ অবস্থায় এত পাউন্ড খরচ করে শেষ ডিগ্রি পাবেন কিনা সে হতাশায় তারা ভুগছেন। ২০০৯ সালে বিদেশী ছাত্রদের জন্য পয়েন্ট ভিত্তিক টিয়ার ৪ ব্যবস্থা চালুর পর থেকে বিদেশী ছাত্রদের ব্রিটেনে আসার হিড়িক পড়ে যায়। এ নিয়মের সুযোগ নিয়ে অনেক কলেজ রাতারাতি গজিয়ে ওঠে এবং ছাত্র ভিসার অপব্যবহার করতে থাকে। এতে করে যারা প্রকৃত ছাত্র নয় তারাও বিভিন্ন দেশ থেকে ভুয়া কাগজপত্র দেখিয়ে ব্রিটেনে প্রবেশ করে। ভুয়া সার্টিফিকেট জাল দলিল, ব্যাংক স্টেটমেন্ট বানাতে গিয়ে প্রতারক চক্রকে বিপুল পরিমাণ অর্থ দিতে হয়। ছাত্র ভিসা নিয়ে ব্রিটেনে আসা এসব অভাগ্যের একটি বিরাট অংশ বাংলাদেশ থেকেও আসেন। প্রাথমিক ইংরেজি টেস্ট এরা শুরুতেই ফেল করে পড়েন। বাকিরা কলেজে পড়ার নামে অন্যত্র কাজ করতে গিয়ে অনিয়মিত হয়ে পড়েন। কলেজ অ্যাটেনডেন্সের ফলে ইউকে বিএ ওই সব কলেজের লাইসেন্স বাতিল করে। ছাত্ররা বিপাকে পড়ে, তাদের ভিসা বাতিল হয়ে যায়। চলে যায় অনেকে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে, বসবাস করতে থাকে অবৈধভাবে। আগে কলেজগুলোর লাইসেন্স বাতিল হলেও এই প্রথম কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশী ছাত্র ভর্তির লাইসেন্স বাতিল হল। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বাঙালি ছাত্র ৩৬ হাজার পাউন্ড ব্যয় করে লেখাপড়ার দোরগোড়ায় এসে এখন পড়েছেন বিপাকে।

3 ... 2012